Department: Sanskrit

Semester: I V

Paper: SAN-H-CC- T-IX

Teacher: Dr. Amrita Sihi

Scanned with CamScanner

ঃ আলংকারিক বামনের মতে দশঅর্থগুণঃ

অমৃতা মিত্র।

এই আলোচনার প্রথমেই বলতে পারি যে, আচার্য বামনের পূর্বে কোন প্রাচীন আচার্য গুণসমূহের শব্দগত ও অর্থগতরূপে দ্বিবিধ বিচার করেননি। সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রে আচার্য বামনই সর্বপ্রথম গুণসমূহকে শব্দগত ও অর্থগত ভেদে দ্বিবিধ স্বীকার করে ওজঃ, প্রসাদ, শ্লেষ প্রভৃতি দশটি শব্দগুণ এবং একই নামে অভিহিত দশটি অর্থগুণের উদাহরণসহ বিস্তৃত বিচার করেছেন, যদিও নামের দিক থেকে শব্দ ও অর্থগুণ সমূহের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, তথাপি আশ্রয় ভেদে ও উভয়প্রকার গুণসমূহের মধ্যে প্রভেদ স্বীকার করা হয়েছে, — "শব্দার্থগুণানাং নামতো ভেদাভাবেহপি শব্দার্থৌপ - শ্লেষবশাদস্তি ভেদঃ", "শব্দার্থগুণানাং বাচ্য বাচক দ্বারেণ ভেদঃ দর্শয়তি।" বাচ্য ও বাচক অর্থাৎ শব্দ ও অর্থভেদে গুণসমূহ দ্বিবিধ! কিন্তু সূক্ষ্মবিচারে গুণের শব্দ ও অর্থগত ভেদ সকল গুণের ক্ষেত্রে যে সুশৃঙ্খল ও সুনির্দিষ্টভাবে রক্ষিত হয়নি তা প্রকট হয়ে পড়ে।

সম্প্রতি দশটি অর্থগুণের উদাহরণসহ আলোচনা করা হচ্ছে —

(১) ওজঃ - সূত্র - অর্থস্য প্রৌঢ়িরোজঃ। অর্থাৎ অর্থের প্রৌঢ়ি বা প্রতিপাদন বৈচিত্র্যকে ওজঃ বলে। অর্থগত প্রৌঢ়ি পাঁচপ্রকার।

Scanned with CamScanner

"পদার্থে বাক্য রচনং বাক্যার্থে পদাভিধা।
প্রৌঢ়ির্ব্যাস সমাসৌ চ সাভিপ্রায়ত্ব মস্য চ॥"

অর্থাৎ, (১) পদের প্রতিপাদ্য অর্থবোধের জন্য বাক্যরচনা, (২) বাক্যের প্রতিপাদ্য অর্থবোধের জন্য পদের প্রয়োগ, (৩) অন্যপ্রকার অর্থের বিস্তার, (৪) অন্যপ্রকারে অর্থের সংকোচ, (৫) অর্থের অভিপ্রায়। প্রতিপদের অর্থবোধের জন্য বাক্যের প্রয়োগ, যথা – "অথ নয়নসমুত্থং জ্যোতিরত্রেরিব দ্যৌঃ" (রঘুবংশ ২।৭৫) অর্থাৎ – "অত্রিমুনির নয়ন থেকে উৎপন্ন জ্যোতি" – এর প্রয়োগ করা হয়েছে, বাক্যার্থবোধের জন্য পদের প্রয়োগ, যথা- "দিব্যেয়ং ন ভবতি" ইত্যাদি, অর্থাৎ এ দিব্য অপ্সরা নয়, কিন্তু মানুষী শ্রীমান। এ বাক্যার্থবোধের জন্য 'নিমিষতি' পদের প্রয়োগ করা হয়েছে। এ প্রকারে বাক্যের দ্বারা প্রতিপাদিত অর্থের বিস্তার এবং সংকোচও পৃথক্ পৃথক্ প্রৌঢ়ি অর্থগুণ বলে বিবেচিত। অর্থবিস্তারের উদাহরণ যথা – 'অয়ং নানাকারো' ইত্যাদি, অর্থাৎ সুখ ও দুঃখের অনুভব নানা প্রকার। সুখ নেই দুঃখ আছে, দুঃখ নেই সুখ আছে, সুখ ও দুঃখ উভয়েই আছে, এবং সুখ ও দুঃখ উভয়েই নেই। অর্থসংকোচের উদাহরণ যথা – 'তে হিমালয়স্য' ইত্যাদি, অর্থাৎ তাঁরা হিমালয়ের সঙ্গে মন্ত্রণা করবার পর, শিবের সঙ্গে আশ্বাস করে, তাঁর সঙ্গে কার্যসিদ্ধির সম্ভাবনা, নিবেদন পূর্বক তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে স্বর্গে গমন করলেন। সাভিপ্রায়ের উদাহরণ যথা, – 'সোঽয়ং সম্প্রতি" ইত্যাদি। অর্থাৎ যে চন্দ্রগুপ্তের পুত্র। যুবক চন্দ্রপ্রকাশ সম্প্রতি বিদ্যাকারের আশ্রয়দাতা, সফলশ্রম, সৌভাগ্যবশতঃ রাজা হয়েছেন। এখানে 'আশ্রয়ঃ কৃতধিয়াম্'

Scanned with CamScanner

এ পদ্যাংশ থেকে সুবন্ধুর সচিব্য দ্যোতিত হওয়ায় সাভিপ্রায়ত্ব সিদ্ধ হচ্ছে।

(২) প্রসাদঃ — অর্থবৈমল্যং প্রসাদঃ। অর্থাৎ অর্থের বিমলতাই প্রসাদগুণ। যতটুকু অর্থ তদনুরূপ পদ প্রয়োগে অর্থের যে স্বচ্ছতা তাই প্রসাদগুণ। অর্থাৎ বিবক্ষিত অর্থের প্রকাশে অপরিহার্য পদের প্রয়োগ। যথা- "সবর্ণা কন্যকা রূপযৌবনারম্ভশালিনী" অর্থাৎ রূপ ও যৌবন সম্পন্না সবর্ণা কন্যকা। এর বিপরীত হল, -"উপাস্তাং হস্তো মে বিমল মণিকাঞ্চী পদমিদম্" — অর্থাৎ আমার হস্ত বিমলমণিকাঞ্চীস্থানে অবস্থান করুক। এখানে 'কাঞ্চীপদ' শব্দের দ্বারা নিতম্ব লক্ষিত হচ্ছে। সুতরাং 'বিমলমণি' পদের অর্থ অবিবক্ষিত এবং এ পদের প্রয়োগ অপরিহার্য নয়।

(৩) শ্লেষঃ — ঘটনা শ্লেষঃ, অর্থাৎ ঘটনাকে বলা হয় শ্লেষ। ক্রম অর্থাৎ অনেক ক্রিয়ার পারম্পর্য, যেমন - কৌটিল্য অর্থাৎ বিদগ্ধের চেষ্টা বৈচিত্র্য, অনুল্বণত্ব অর্থাৎ প্রশস্তবর্ণনত্ব এবং উপপত্তি অর্থাৎ যুক্তিবিন্যাস — এ সকল ক্রিয়ার পরম্পরায় যে একত্র সংসর্গ তাকে বলে ঘটনা। এরূপ ঘটনাকে বলা হয় শ্লেষ। যেমন - "দৃষ্ট্বৈকাসনসংস্থিতে প্রিয়তমে" ইত্যাদি, অর্থাৎ "দুই সখী মনোরমা বসে আছে নিরুপমা, দেখি তা প্রেমিক সুজন, একের নয়নে ধরি অপরে হৃদয়ে করি, অনায়াসে করে আলিঙ্গন।"

(৪) সমতা — অবৈষম্যং সমতা, অর্থাৎ
অবৈষম্য অর্থাৎ প্রক্রমের অভিন্নতাই সমতা,
প্রসঙ্গভেদং না করে ভাবের যে সামঞ্জস্য
তাই সমতা। কোন কোন স্থলে ক্রমের
ভেদেই হয়। যেমন — "চ্যুতসুমনসঃ
কুন্দাঃ পুষ্পোদ্গমেষ্বলসা" ইত্যাদি।
অর্থাৎ কুন্দবৃক্ষগুলি পুষ্পহীন হয়েছে। অন্য-
বৃক্ষগুলিতে পুষ্পোদ্গম এখনো আরম্ভ-
হয়নি। বিরহীর ধৈর্যবিনাশী মলয়পবন
প্রবাহিত হচ্ছে, সূর্যের কিরণজাল শীতের
আতিশয্যকে অপসারণ করছে। কিন্তু
ক্লান্তিদায়ক উষ্ণতার আধিক্য এখনো
অনুভূত হচ্ছে না, শিশির ও বসন্ত - এ উভয়
ঋতুর সন্ধিকালের বর্ণনা, দ্বিতীয় পাদে
মলয়পবনের বিশেষ উল্লেখ থেকে ভাবের
ক্রমে অসামঞ্জস্য রক্ষিত হয়েছে, কারণ এ
সময় সাধারণতঃ মলয়পবন প্রবাহিত হয় না,
সুতরাং কোকিল মনে মনে সুর বাঁধলেও
ডাকছে না — এ পাঠ গৃহীত হলে ভাবের
সামঞ্জস্যের অভাব হয় না; ("মনসি চ গিরঃ
বধ্নন্তীমে কিরন্তি ন কোকিলাঃ")।

(৫) সমাধি — 'অর্থদৃষ্টিঃ সমাধিঃ'। অর্থাৎ অর্থের
দৃষ্টি অর্থাৎ মূল অর্থের সহজলব্ধ বোধ হচ্ছে
সমাধি। অর্থের দর্শন সমাধিমূলক বলে একে
বলা হয় সমাধি। সমাহিত চিত্তে যথাযথ
অর্থ দেখা যায়, এই অর্থ দ্বিবিধ যথা (১) অযোনি
এবং (২) অন্যচ্ছায়া যোনি। অযোনির অর্থ
অকারণ, অবধানই এর একমাত্র কারণ। অন্য-
কবিকৃতি থেকে প্রেরণা ব্যতিরেকে রচনা অর্থাৎ
মৌলিক রচনা। আর অন্য কবি রচিত কাব্যের
ছায়া অবলম্বনে রচিত যা তাকেই বলা হয়
অন্যচ্ছায়া যোনি। যথা - 'আশ্বপেহি মম
শীধুভাজনাৎ' ইত্যাদি অর্থাৎ হে চন্দ্র। আমার

Scanned with CamScanner

দন্তাগ্রভাগ দ্বারা দষ্ট হবার পূর্বেই তুমি আমার মদিরাপাত্র থেকে শীঘ্র সরে যাও, নতুবা আমার দশনাংকিত হয়ে তুমি রোহিণীর ভয়ে আকাশে যেতে পারবে না, আবার "মাভৈঃ শশাঙ্ক মম শীধুনি নাস্তি রাহুঃ" ইত্যাদি হে চন্দ্র, ভয় পেয়ো না আমার মদিরাতে রাহু নেই। রোহিণী আকাশেই আছে, তুমি ভয় পাচ্ছ কেন? চতুর বনিতার সঙ্গে নবসংসর্গের অবসরে পুরুষের মন চঞ্চল হয়ে ওঠে। সেতে আশ্চর্য হবার কোন কারন নেই।" — এখানে প্রথম শ্লোকের অর্থ মৌলিক অর্থাৎ কবির স্বকপোল কল্পিত, হওয়ায় অযোনি, এবং দ্বিতীয় শ্লোকের অর্থ প্রথম শ্লোকের অর্থের ছায়া এবং — লম্বরের রচিত বলে অন্যচ্ছায়া যোনি হয়েছে।

আবার, আচার্য বামনের মতে যে অর্থের দর্শন সমাধি, সেই অর্থ আবার দু'প্রকার। যথা সূক্ষ্ম, ব্যক্ত বা স্ফুট অর্থের উদাহরন পূর্বেই প্রদত্ত হয়েছে। সূক্ষ্ম অর্থের ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে যে, সূক্ষ্ম অর্থ ভাব্য ও বাসনীয় ভেদে দ্বিবিধ। যে অর্থ সত্বর নিরূপন করা যায় তা ভাব্য, এবং যে অর্থ একাগ্রতার প্রকর্ষের দ্বারা নিরূপন করা যায় তা বাসনীয়, ভাব্য অর্থ, যথা — অন্যোন্য-সংবলিতমাংসলদন্তকান্তি।" ইত্যাদি, অর্থাৎ নায়ক-নায়িকার মাংসল-দন্তশোভা পরস্পর সন্নিহিত হয়ে আছে, ইত্যাদি অর্থাৎ প্রিয়তমর সঙ্গে মিলিত হলে যে আনন্দ হয়, তার ফলে মৃদুহাস্য, কৃত্রিম ক্রন্দন, বালহাস্য, ভয়, ক্রোধ প্রভৃতি নানা অবস্থা দেখা দেয়। এ সকল অবস্থার মিলিত নাম 'কিলকিঞ্চিত', বাসনীয় অর্থ যথা, — অবহিলম্ববলিত-জঘনঃ বিবর্তিত বিমুখকুচেতহম" ইত্যাদি, অর্থাৎ সম্ভোগ দুর্লভ, তোমাতেই আমার মন নিবদ্ধ, দুরন্ত এই-সন্তাপ উপশমের জন্য এ হারলতা আমার প্রতি দাক্ষিণ্যপরায়ণ, — এরূপ অভিপ্রায়প্রকাশ মনঃসংযোগের প্রকর্ষের দ্বারা অনুভবগম্য। ([illegible])